অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে গৌড়দেশ হইতে বিভিন্ন ভক্তগণের আগমনবর্ণনমুখে গ্রন্থকারের বিভিন্ন ভক্তের পরিচয়-প্রদান ও গুণবর্ণনা, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পত্নী-পুত্র-দাসদাসী-সহ নীলাচলে আগমন, আঠারনালায় অগ্রসর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্বৈতাচার্যের সহিত সাক্ষাৎকার, নরেন্দ্র-সরোবরে রামকৃষ্ণ-গোবিন্দের শ্রীচন্দন-যাত্রা উপলক্ষ্যে আগমন, গৌড়দেশাগত ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুর চন্দন-যাত্রা-দর্শন ও নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি-লীলা, তৎপরে শ্রীজগন্নাথদর্শন, মহাপ্রভুর তুলসী-সেবা-লীলার আদর্শ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-কর্তৃক মহাপ্রভুর পার্ষদ বৈষ্ণবগণের সুদুর্লভত্ব-কীর্তন এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-কাল নিকটবর্তী হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে রথযাত্রা-দর্শনার্থ গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পণ্ডিত শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর, পণ্ডিত গদাধরদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, ঠাকুর হরিদাস, বাসুদেবদত্ত ঠাকুর, শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দানন্দ, আঁখরিয়া বিজয়দাস, সদাশিব পণ্ডিত, পুরুষোত্তমসঞ্জয়, নন্দন-আচার্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, ভগবান্ পণ্ডিত, গোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, বনমালি পণ্ডিত, জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্তখান, আচার্যপুরন্দর, মুরারিগুপ্ত, গরুড় পণ্ডিত, গোপীনাথ সিংহ, শ্রীরাম পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, শচীদেবীর দর্শনার্থ গৌড়দেশ হইতে আগত পণ্ডিত দামোদর এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুপ্রিয় বিভিন্ন সামগ্রী এবং পত্নী, পুত্র, দাস-দাসী ও পরিজনগণের সহিত সর্বপথে কৃষ্ণসংকীর্তন করিতে করিতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কমলপুরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই প্রণত হইলেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত-প্রমুখ গৌড়দেশের ভক্তগোষ্ঠীর বিজয় জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কটক পর্যন্ত মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং নীলাচলস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত আঠারনালা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর অভ্যর্থনা করিলেন। আঠারনালায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ গৌড়ীয় গোষ্ঠীর এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত আগত নীলাচল-গোষ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহানন্দ-গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমপ্লাবন উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। নৃত্যগীত-সংকীর্তন-সহকারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া নরেন্দ্রের কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে সেইদিন নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীরামকৃষ্ণ-গোবিন্দের চন্দনযাত্রা বা নৌকা-বিহার-লীলা উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী ও শ্রীজগন্নাথগোষ্ঠী একত্রে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্তন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গোবিন্দের নৌকাবিজয়-দর্শনে মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ নরেন্দ্র-সরোবরের জলে ঝম্পপ্রদান ও নানাপ্রকার জলকেলি-লীলা সংঘটিত হইল। শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার-কালে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সর্বপ্রকারের লোক নরেন্দ্রের জলে সন্তরণাদি ক্রীড়া করিলেও শ্রীচৈতন্যমায়ায় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সীমায় আসিতে পারিল না। একমাত্র অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তি দ্বারাই শ্রীচৈতন্যকৃপা লভ্য---বিদ্যা, ধন, তপস্যাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য ও তদ্ভক্তগণের সঙ্গে বিহার বা তাঁহাদের লীলাদর্শন অসম্ভব। মায়াবাদি-দাম্ভিক সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশ সময় অপ্রাকৃত অকৃত্রিম হরিকীর্তন-মহিমা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে

বেদান্তপাঠ, প্রাণায়ামাদি যতিধর্ম পরিত্যাগের জন্য নিন্দা করিয়া অধঃপতিত হয়। একমাত্র উত্তম ন্যাসিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাজন' বলিয়া কীর্তন করেন, কেহ তাঁহাকে মহাজ্ঞানী, মহাজন, কেহ বা মহাভক্ত বলিয়া প্রশংসা করিলেও শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত-স্বরূপ বুঝিতে পারে না। অভিন্ন-শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ও অভিন্ন-ব্রজপরিকর গৌরভক্তগণের জলকেলিতে নরেন্দ্রসরোবর যমুনা ও গঙ্গার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। 'নরেন্দ্রে' জলকেলি-লীলা করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ-সহ শ্রীজগন্নাথ দর্শনে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। সচল ও নিশ্চল জগন্নাথকে যুগপৎ দর্শন করিয়া ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। কাশীমিশ্র জগন্নাথের গলার মালা আনিয়া সকলের অঙ্গ ভূষিত করিলেন। শিক্ষাগুরুলীল ভগবান্ মহাভক্তিসহকারে প্রসাদমাল্য-বরণলীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই তদীয় সেবক বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও প্রসাদের ভক্তি অবগত আছেন। বৈষ্ণবে ভক্তিশিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু পরমহংস বৈষ্ণবের প্রতি দণ্ডবৎ প্রণাম লীলা প্রদর্শন করেন। সন্ন্যাস আশ্রম যাবতীয় আশ্রমের মধ্যে সর্বোপরি অবস্থিত। পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যবহারতঃ পূজ্য পিতাও আসিয়া পূর্বাশ্রমের পুত্রকেও প্রণাম করিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্বনমস্কৃত স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু সন্ন্যাসীলীল হইয়াও পরমহংস বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনার্থ বৈষ্ণবের প্রতি নমস্কার-লীলা প্রদর্শন করিতেন।

মহাপ্রভুর তুলসীভক্তি-লীলাও অপূর্ব। প্রভু একটী ক্ষুদ্রভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে তুলসী রোপণ করিতেন এবং যখন প্রভু সংখ্যা-নাম করিতে করিতে পথে চলিতেন, তখন একজন সেই তুলসী ভাণ্ডটীকে লইয়া প্রভুর অগ্রে অগ্রে যাইতেন। প্রভু শ্রীতুলসী দর্শন ও তুলসীর অনুগমন করিতে করিতে শ্রীনামকীর্তন করিতেন। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন করিতেন, তখনও নিজ পার্শ্বে শ্রীতুলসীকে স্থাপন করিয়া তুলসী-দর্শন করিতে করিতে সংখ্যা-নাম জপ করিতেন। পুনরায় সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীতুলসীকে লইয়া পথে চলিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন, যেরূপ জলব্যতীত মৎস্য জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেরূপ তুলসী-দর্শন না করিলেও তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। শিক্ষাগুরু নারায়ণের শিক্ষা যাঁহারা আনুকরণিক না হইয়া অকৃত্রিমভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে অনুসরণ করেন, তাঁহারাই অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা পান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভক্তগোষ্ঠীর সহিত নিজ-বাসস্থানে চলিলেন। যে ভক্তের যেরূপ বাসনা, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ সেইরূপ ভাবেই পূর্ণ করিতেন। ভক্তগণকে মহাপ্রভু নিজ-পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া সর্বদা নিজ সন্নিধানে রাখিতেন, ভক্তগণও নিরন্তর প্রভুর সঙ্গেই সেবানন্দে মগ্ন থাকিতেন। গৌড়দেশ ও নীলাচলবাসি বৈষ্ণবসকল কোনপ্রকার জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার বিচার না করিয়া কৃষ্ণকীর্তন-তৎপর হইয়া একত্র বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদে সকল লোকই শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বৈষ্ণবগণকেও দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য স্ব-মুখে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,---যে সকল বৈষ্ণবকে দেবতাগণও দেখিতে সমর্থ নহে, একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তিনিও (অদ্বৈতাচার্যও) সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবগণের দর্শন পাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ ভগবৎপার্ষদ; ইঁহাদিগকে লইয়া ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হন। যেরূপ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ এবং যেরূপ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাসুদেব ও শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন, সেইরূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় এই সকল বৈষ্ণবগণও প্রভুর লীলাসহায়ক-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সুতরাং বৈষ্ণবের জন্মাদিলীলা কর্মফলভোগ নহে। বৈষ্ণবগণ ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের লীলার সহায়তার জন্য আবির্ভূত হন এবং ভগবানেরই ইচ্ছায় ইহজগৎ হইতে লীলা-সংবরণ করেন। (গৌঃ ভাঃ)

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবনধন্য।।১।।
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিলভ্য হয়।।২।।

নীলাচলে বৈষ্ণবগণের আগমন—

এবে শুন বৈষ্ণব-সবার আগমন।
আচার্যগোসাঞি আদি যত ভক্তগণ।।৩।।

রথযাত্রা-দর্শনার্থ নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়;
গ্রন্থকার-কর্তৃক ভক্তগণের পরিচয়—

শ্রীরথযাত্রার আসি' হইল সময়।
নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠী হইল বিজয়।।৪।।
ঈশ্বর-আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে।।৫।।
আচার্যগোসাঞি অগ্রে করি' ভক্তগণ।
সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন।।৬।।
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস।।৭।।
চলিল আচার্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যাঁ'র গৃহে নাচিলা ঈশ্বর।।৮।।
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় কর্মবন্ধনাশ।।৯।।
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চৈঃস্বরে যাঁ'রে স্মরি' গৌরচন্দ্র কান্দে।।১০।।
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর।।১১।।
চলিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁ'র সঙ্গে কথা কয়'।।১২।।
চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস যাঁ'র সিন্ধুকূলে বাস।।১৩।।
চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয়।
যাঁ'র স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়।।১৪।।
চলিলা মুকুন্দদত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দসেন-আদি লৈয়া আপ্তগণ।।১৫।।
চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল।
দশদিক্ হয় যাঁ'র স্মরণে নির্মল।।১৬।।
চলিল গোবিন্দদত্ত মহাহর্ষ মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্তন করে প্রভুসনে।।১৭।।
চলিলেন আঁখরিয়া—শ্রীবিজয়দাস।
'রত্নবাহু' যাঁ'রে প্রভু করিল প্রকাশ।।১৮।।
সদাশিবপণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি।
যাঁ'র ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি।।১৯।।
পুরুষোত্তমসঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব অধ্যয়নে।।২০।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তথ্য। চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫শ অঃ দ্রষ্টব্য।।৭।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮শ অঃ ৩১শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৮।।

চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ও চৈঃ ভাঃ আদি ২।৯৯।।৯।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।১১-১৩, ১৫ সংখ্যা।।১০।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৬৯-৭৩।।১১।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।১৮৬-১৮৭।।১২।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৬-২৮।।১৪।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১৫৮-১৫৯; অঃ ১।৮৪-৮৫, ২।১২১।।১৫।।

'হরি' বলি' চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান্।
প্রভু-নৃত্যে যে দেউটী ধরেন সাবধান।।২১।।
নন্দন-আচার্য চলিলেন প্রীতমনে।
নিত্যানন্দ যাঁ'র গৃহে আইলা প্রথমে।।২২।।
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যাঁ'র অন্ন মাগি' খাইলেন গৌরহরি।।২৩।।
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁ'র জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।।২৪।।
চলিলেন লেখক—পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁ'র দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিল অধিষ্ঠান।।২৫।।
গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত।।২৬।।
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল-মুষল।।২৭।।
জগদীশপণ্ডিত হিরণ্যভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত।।২৮।।
পূর্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি' শ্রীহরিবাসরে।।২৯।।

চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান্ মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়।।৩০।।
হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য পুরন্দর।
'বাপ' বলি' যাঁ'রে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।।৩১।।
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁ'র ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার।।৩২।।
ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যাঁ'র দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।৩৩।।
চলিলেন শ্রীগরুড়-পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যাঁ'রে না লঙ্ঘিল সর্প-বিষে।।৩৪।।
চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয়।
অক্রূর করিয়া যাঁ'রে গৌরচন্দ্র কয়।।৩৫।।
প্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীরামপণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণপণ্ডিত-সহিত।।৩৬।।

পণ্ডিত দামোদরের শচীমাতাকে দর্শন করিয়া
পুনঃ নীলাচলে গমন—

আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসিছিলা আই দেখি' চলিলা সত্বর।।৩৭।।

তথ্য। চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।১১৩, ১৩।৩৩৭ দ্রষ্টব্য।।১৬।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।২০।।১৭।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।৩৭-৫৫।।১৮।।
চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৪।।১৯।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৯।।২০।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।১৫৭।।২১।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।১২৩ ।।২২।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬।১০৮-১৪৮ ।।২৩।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৩২-৪৯০।।২৪।।
চৈঃ চঃ আদি ১০।৬৯।।২৫।।
চৈঃ ভাঃ আদি ৬।২০-৩৫।।২৮-২৯।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।৭-১০, ১৮।১৩-১৭।।৩০।।
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১৫-১৭।।৩১।।
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৫—১০৮।।৩২।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।৭-৩৪।।৩৩।।
চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৫।।৩৪।।

অনন্ত চৈতন্যভক্ত—কত জানি নাম।
চলিলেন সবে আনন্দের ধাম।।৩৮।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যাদি ও পত্নী-পুত্র-দাস-দাসী-সহ শ্রীচৈতন্য-চরণ-দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে আগমন—

আই-স্থানে ভক্তি করি' বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া।।৩৯।।
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব প্রীত।
সব লৈলা সবে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত।।৪০।।
সর্বপথে সংকীর্তন করিতে করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্বপথে।।৪১।।
উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন-জন।।৪২।।
পত্নী-পুত্র-দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে।।৪৩।।
যে স্থানে রহেন আসি' সবে বাসা করি'।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।।৪৪।।
শুন শুন আরে ভাই, মঙ্গল-আখ্যান।
যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান্।।৪৫।।
এই মত রঙ্গে মহাপুরুষ সকল।
সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচল।।৪৬।।

কমলপুরে ধ্বজ-প্রাসাদ-দর্শন—

কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি' সবে দণ্ডবত হৈয়া।৪৭।।
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগু বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময়।।৪৮।।

মহাপ্রভু-কর্তৃক অগ্রে কটকে অদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রসাদ-প্রেরণ—

অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া।।৪৯।।
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ পাঠায়ে যাঁ'রে কটক পর্যন্ত।।৫০।।

শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রভু—

"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে।।৫১।।
অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার।"
এই মত মহাপ্রভু বলে বারবার।।৫২।।
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত।।৫৩।।

নীলাচলে সগোষ্ঠী অদ্বৈতের আগমন-বার্তা শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ-গদাধরাদির শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্র-গমন—

"আইলা অদ্বৈত" শুনি' শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাড়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি।।৫৪।।
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরীগোসাঞী।
চলিলেন হরিষে কাহারো বাহ্য নাই।৫৫।।
সার্বভৌম, জগদানন্দ, কাশীমিশ্রবর।
দামোদরস্বরূপ, শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর।।৫৬।।
কাশীশ্বর-পণ্ডিত, আচার্য-ভগবান্।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান।।৫৭।।
পাত্র শ্রীপরমানন্দ, রায়-রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল– সুকৃতি গোবিন্দ।।৫৮।।
ব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীরূপ-সনাতন।
রঘুনাথবৈদ্য, শিবানন্দ, নারায়ণ।।৫৯।।
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ, শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ।।৬০।।
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য, কত জানি নাম।
কি ছোট, কি বড় সবে করিলা পয়ান।।৬১।।
পরমানন্দে সবে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে।
বাহ্য-দৃষ্টি, বাহ্য-জ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে।।৬২।।

চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৬।।৩৫।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৩৪-৩৫।।৩৬।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।৯১-১১১, চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১-৪৫ দ্রষ্টব্য।।৩৭।।

আঠারনালাতে অদ্বৈত-প্রমুখ বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর মহাপ্রভুর গোষ্ঠীর সহিত মিলন ও পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ—

শ্রীঅদ্বৈতসিংহ সর্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারনালাতে।।৬৩।।
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান।।৬৪।।
দূরে দেখি' দুই গোষ্ঠী অন্যোঽন্যে সব।
দণ্ডবত হই' সব পড়িলা বৈষ্ণব।।৬৫।।
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত।।৬৬।।
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি' নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত।।৬৭।।
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর।।৬৮।।
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবত কে বা কা'রে করে।
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে।।৬৯।।
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি' সবে করে হরিধ্বনি।।৭০।।
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি-প্রভুও করেন সেইমত।।৭১।।
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে।।৭২।।
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ ক্রন্দন।।৭৩।।

এই মিলনানন্দ একমাত্র বেদব্যাস ও অনন্তদেব বর্ণনে সমর্থ—

মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস, আর সহস্রবদন।।৭৪।।

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ—

অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'নে প্রেমানন্দজলে।।৭৫।।
শ্লোক পড়ি' অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার।।৭৬।।
যত সজ্জ আনিছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব দ্রব্য পাসরিলা, কিছু নাহি স্ফুরে।।৭৭।।
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার।
''আনিলুঁ আনিলুঁ'' বলি' ডাকে বারবার।।৭৮।।
হেন সে হইল অতি-উচ্চ-হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি।।৭৯।।
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও 'হরি' বলে' করয়ে ক্রন্দন।।৮০।।

সর্বভক্তগোষ্ঠীর পরস্পরের কণ্ঠদেশধারণপূর্বক আনন্দ-ক্রন্দন—

সর্বভক্তগোষ্ঠী অন্যোঽন্যে গলা ধরি'।
আনন্দে রোদন করে বলে 'হরি হরি'।।৮১।।

সকলের অদ্বৈত-চরণে নমস্কার—

অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার।।৮২।।

তথ্য। ভাঃ ৩৮।২৭ দ্রষ্টব্য।।৪৫।।

কমলপুর----আঠারনালা হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী গ্রাম। তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হয়।।৪৭।।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বিষ্ণুভক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের অন্যান্য পুত্র-অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। অন্যান্য পুত্রগণের ভক্তিবিষয়ে জ্যেষ্ঠতা ছিল না।।৬০।।

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু, সকলেই পরস্পর ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহাদের দণ্ডবৎপ্রণামের প্রতিদণ্ডবৎ দিতেছেন। অবৈষ্ণব স্মার্তসমাজে এইরূপ সৎশাস্ত্রোচিত নির্মল ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।।৭১।।

বৈষ্ণব ও অজ্ঞান----এই দুই শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে বর্তমান। যাহারা হরিভক্তিতে বিমুখ, তাহারাই 'অজ্ঞান'; আর বিষয়ভোগবিমুখ হরিসেবককেই বৈষ্ণব' বলা হয়। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ 'বৈষ্ণব' হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের উন্মুখ ও বিমুখভেদে আচরণ-ভেদ আছে।।৮০।।

দুই গোষ্ঠীর মহা-উচ্চধ্বনি, মহাসঙ্কীর্তন ও প্রেম-বিকার—

মহা-উচ্চধ্বনি মহা করি' সংকীর্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ।।৮৩।।
কোথা কে বা নাচে কে বা কোন্ দিকে গায়।
কে বা কোন্ দিকে পড়ি' গড়াগড়ি' যায়।।৮৪।।
প্রভু দেখি' সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে পরম-মঙ্গল।।৮৫।।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পর কোলাকোলি ও মহানৃত্য—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈত করিয়া কোলাকোলি।
নাচে দুই মত্তসিংহ হই' কুতুহলী।।৮৬।।

প্রতি বৈষ্ণবকে ধরিয়া ধরিয়া মহাপ্রভুর নৃত্য—

সর্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি' জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীতি-মনে।।৮৭।।

ভক্তের গলা ধরিয়া ক্রন্দন—

ভক্তনাথ, ভক্তবশ, ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি' প্রভু করেন রোদন।।৮৮।।

জগন্নাথের প্রসাদমাল্যচন্দনাদি আগমন, মহাপ্রভু-কর্তৃক সর্বাগ্রে অদ্বৈত-গলে মাল্যদান—

জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন।।৮৯।।
আজ্ঞামালা দেখি' হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈতসিংহের গলায়।।৯০।।

স্বহস্তে মহাপ্রভুর সর্ববৈষ্ণবের অঙ্গে মালা-চন্দন-প্রদান—

সর্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে।।৯১।।
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্বভক্তগণ।
বাহু তুলি' উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন।।৯২।।

ভক্তগণের শ্রীগৌরচরণ ধারণপূর্বক নিত্য শ্রীগৌরসেবা-বর-প্রার্থনা—

সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি'।
"জন্ম জন্ম যেন প্রভু, তোমা' না পাসরি।।৯৩।।
কি মনুষ্য, পশু, পক্ষী হই যথা তথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্বথা।।৯৪।।
এই বর দেহ' প্রভু করুণা-সাগর!"
পাদপদ্ম ধরি' কান্দে সব অনুচর।।৯৫।।

পতিব্রতা বৈষ্ণবগৃহিণীগণের দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ক্রন্দন—

বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি' প্রভু দেখি' করয়ে ক্রন্দন।।৯৬।।

বৈষ্ণবগৃহিণীগণের অকৃত্রিম প্রেম সকলেই বৈষ্ণবী-শক্তি-স্বরূপিণী—

তাঁ' সবার প্রেমাধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি ভেদ কিছু নাই।।৯৭।।

বৈষ্ণবসহধর্মিণীগণ জ্ঞানভক্তিযোগে সকলেই পতির সদৃশ; ইহা প্রভুর স্বমুখের উক্তি—

'জ্ঞান-ভক্তিযোগে সবে পতির সমান।'
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।।৯৮।।

বাদ্যগীতনৃত্য-সংকীর্তন-সহ সকলের মহাপ্রভুর সহিত শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ—

এইমত বাদ্য-গীত-নৃত্য-সংকীর্তনে।
আইলেন সবাই চলিয়া প্রভুর সনে।।৯৯।।

তথ্য। প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে।। (ভাঃ ৮।৩।২৮) এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে।। (ভাঃ ১০।৯।১৯)।।৮৮।।

শ্রীজগন্নাথ চৈত্ত্যগুরু-রূপে নীলাচলবাসী স্বীয় সেবকগণকে অভ্যাগত-ভক্তগণের সম্মানের জন্য মালা দিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহাই ভগবদাজ্ঞা-মালা।।৮৯।।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তি জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।।" (ভাঃ ১২।১২।৫৫)----শ্লোক আলোচ্য।।৯৮।।

হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি দেখি যা'র না হয় উল্লাস।।১০০।।

আঠারনালা হইতে নরেন্দ্র সরোবরকূলে আগমন—

আঠারনালা হইতে দশদণ্ড হইলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে।।১০১।।

সেই সময় শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের চন্দন-যাত্রা-উপলক্ষে নরেন্দ্রে বিহারার্থ আগমন—

হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র।।১০২।।

হরিধ্বনি ও বাদ্যধ্বনির সম্মেলন—

হরিধ্বনি কোলাহল মৃদঙ্গ-কাহাল।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল।।১০৩।।

ছত্রপতাকা-চামরাদির শোভা—

সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর।।১০৪।।

কেবল মহা জয়জয় শব্দ ও মহা-হরিধ্বনি—

মহা-জয়জয়-শব্দ, মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি।।১০৫।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে।।১০৬।।

শ্রীজগন্নাথগোষ্ঠী ও শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীর একত্র সম্মেলন—

জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী-সনে।
মিশাইলা তানাও ভুলিলা-সংকীর্তনে।।১০৭।।

দুই গোষ্ঠীর মিলনে মূর্তিমান বৈকুণ্ঠানন্দ—

দুই গোষ্ঠী এক হই' কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্ত্তিমন্ত।।১০৮।।
চতুর্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই।
সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞী।।১০৯।।

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দের জলবিহারার্থ নৌকায় বিজয় ও ভক্তগণের চামর ব্যজন—

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়।।১১০।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।।১১১।।

মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ 'নরেন্দ্রের' জলে ঝম্পপ্রদান—

প্রভুও সকল ভক্ত লই' কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে।।১১২।।

মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের 'নরেন্দ্র'-জলে বিভিন্ন জলকেলি—

শুন ভাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার।।১১৩।।
পূর্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি'।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি।।১১৪।।
সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি'।
পরস্পর করে ধরি' হইলা মণ্ডলী।।১১৫।।
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে।।১১৬।।

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা, তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্।। (স্কন্ধ পুঃ উৎকলখণ্ড ২৯শ অঃ) অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে সুগন্ধী চন্দনের দ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে। শ্রীপুরুষোত্তমদেব তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন দেবকে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে নিজ শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন-লেপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, আজও তদনুসারে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরকূলে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী লোকনাথমহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকে 'চন্দনপুকুর' ও বলা হয়।১০২।।

শ্রীযাত্রা—চন্দনযাত্রা।।১০২।।

নরেন্দ্র শ্রীনরেন্দ্রসরোবর।।১০৬।।

'কয়া কয়া' বলি' করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে।।১১৭।।

সকলের গোকুলশিশুর ভাবোদয়—

গোকুলের শিশুভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার।।১১৮।।
বাহ্য নাহি কা'রো, সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল।।১১৯।।
অদ্বৈত, চৈতন্য দুঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা-কুতূহলী।।১২০।।
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর।।১২১।।

নিত্যানন্দ, গদাধর ও পুরীগোস্বামীর জলযুদ্ধ—

নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরীগোসাঞী।
তিনজনে জলযুদ্ধ কা'রো হারি নাই।।১২২।।

মুকুন্দদত্ত ও মুরারিগুপ্তের পুনঃ পুনঃ জলযুদ্ধ—

দত্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরানন্দে দুই জনে করেন হুঙ্কার।।১২৩।।

বিদ্যানিধি ও স্বরূপদামোদরের পরস্পর জলক্ষেপন—

দুই সখা—বিদ্যানিধি, স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর।।১২৪।।

শ্রীবাস, শ্রীরাম ও হরিদাসাদির জলক্রীড়া—

শ্রীবাস, শ্রীরাম, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, শ্রীচন্দ্রশেখর।।১২৫।।
এই মত অন্যোঽন্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য-উল্লাসে সবে লইয়া বিহ্বল।।১২৬।।

শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণের নৌকাবিহার ও লক্ষ লক্ষ লোকের জলক্রীড়া—

শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়।।১২৭।।

বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সকলেরই জলক্রীড়া ও আনন্দ—

সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি'।।১২৮।।

চৈতন্যমায়ায় কাহারও সে স্থানে আগমন-শক্তি নাই—

হেন সে চৈতন্য-মায়া সে-স্থানে আসিতে।
কা'রো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে।।১২৯।।
অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞী।।১৩০।।

ভক্তিই সারাৎসার তত্ত্ব—

ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায়।।১৩১।।

নির্ঘাত প্রবল, প্রচণ্ড।।১২১।।

'বিষয়ী' শব্দে গৃহস্থাশ্রমে স্থিত বিষয়বৃত্তিসম্পন্ন।।১২৮।।

সাধারণ সুকৃতি থাকিলে বা সমুন্নত নৈতিক জীবন হইলেই শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা জীবের হয় না। অন্যাভিলাষ, কর্ম জ্ঞান ও যোগাদির লাভ----অল্পভাগ্যেরই পরিচায়ক। কেবলা ভক্তিই ঐ সকল কর্মাদি অনুষ্ঠানকে ক্ষীণপ্রভ করিতে সমর্থ। তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের দয়া লাভ হয়।।১৩০।।

তথ্য। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি। (মাঠরশ্রুতৌ ব্রহ্মসূত্র মধ্বভাষ্য ৩।৩।৫০) ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তথৈবৈনাং বশে নয়েৎ। তথৈব দর্শনং যাতি প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া।। (মায়াবৈভবে ঐ ৩।৩।৫৪)।।১৩০।।

ভগবৎসেবা-বিমুখী বিদ্যা ও তপস্যার বাহাদুরী দুঃখেই পর্যবসিত হয়। ভগবদ্ভক্তিমান্ জনই প্রকৃত বিদ্যা ও তপস্যার অধিকারী।।১৩১।।

তথ্য। যং ন যোগেন সাঙ্খ্যেন দানব্রত-তপোঽধ্বরৈঃ।। ব্যাখ্যাস্বধ্যায় সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্যত্নবানপি।। (ভাঃ ১১।১২।৯) ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাৎ।। (ভাঃ ১১।১৪।২০-২১)।।১৩১।।

সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য সংকীর্তন-কুতূহলে।।১৩২।।

সন্ন্যাসিগণেরও ভক্তি-অভাবে দর্শন-বাধ—

যত 'মহাজন',—নাম সন্ন্যাসী-সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কা'রো নহিল বিরল।।১৩৩।।

মায়াবাদি ফল্গুসন্ন্যাসিগণের উক্তি—

আরো বলে,—''চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি'।
কি কার্যে বা করেন কীর্তন-হুড়াহুড়ি।।১৩৪।।
সর্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতিধর্ম।
নাচিবে, কাঁদিবে একি সন্ন্যাসীর কর্ম।।''১৩৫।।
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তাঁ'রা বলে,—''শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজন।।''১৩৬।।
কেহ বলে,—'জ্ঞানী', কেহ বলে,—'বড় ভক্ত'।
প্রশংসেন সবে, কেহ না জানেন তত্ত্ব।।১৩৭।।
এইমত জলক্রীড়া-রঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বর-সঙ্গে বৈষ্ণবসকলে।।১৩৮।।

নরেন্দ্র সরোবরের জাহ্নবী-যমুনার সৌভাগ্য প্রাপ্তি—

পূর্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই' শ্রীচৈতন্যরায়।।১৩৯।।
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা।
নরেন্দ্রজলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা।।১৪০।।
এ সকল লীলা, জীব উদ্ধার-কারণে।
কর্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে।।১৪১।।

ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ সন্দর্শনার্থ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে গমন—

তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা' লৈয়া।।১৪২।।

জগন্নাথ-দর্শনে প্রভু ও ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন।।১৪৩।।
জগন্নাথ দেখি' প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দ-ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল।।১৪৪।।
অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দসিন্ধু-মধ্যে সবে ভাসে।।১৪৫।।

ভক্তগোষ্ঠীর সচল ও নিশ্চল-জগন্নাথ-দর্শনে প্রণতি—

দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি' দেখি' ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডপাত।।১৪৬।।

কাশীমিশ্র কর্তৃক জগন্নাথের গলার মালা-দ্বারা সকলের অঙ্গভূষা-সাধন—

কাশীমিশ্র আনি' জগন্নাথের গলার।
মালা আনি' অঙ্গভূষা কৈলেন সবার।।১৪৭।।

শিক্ষাগুরু মহাপ্রভুর মহা ভক্তি-সহকারে প্রসাদ-নির্মাল্য-গ্রহণ-লীলা-দ্বারা লোকশিক্ষা—

মালা লয় প্রভু মহাভয়-ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসিবেশধারী।।১৪৮।।

কেবলাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকব্রুবগণ বেদান্তের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইবার পরিবর্তে অহঙ্কারপুষ্ট বিদ্যাগর্বে স্ফীত হন। তাঁহারা---তার্কিক, পণ্ডিতাভিমানী, সেবা-বিমুখ, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জীব-বিশেষ।।১৩৪।।

তথ্য। ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।। মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮১-৮ ধৃত স্কন্দ বাক্য) বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্। তাদৃক্‌নামসহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম্।। (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮৩ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য) ভাঃ ৩।৩৩।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বেদান্ত্যভ্যাসনিরতঃ শান্তদান্ত-জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্মমঃ সর্বদা ভবেৎ। বৃহন্নারদীয়ে ২৫।৫৪।।১৩৪।।

পূরক, কুম্ভক ও রেচক-ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সর্বদা অবস্থান করা অবৈষ্ণব সন্ন্যাসিব্রুবগণের ধর্ম, কিন্তু ত্রিবেগদমনই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বিচার। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া মৌনের পরিবর্তে কীর্তন ভক্তবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ ও ভক্তের প্রতি মৈত্রী, আর কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়তর্পণপর না হইয়া কৃষ্ণসেবা-পর হওয়াই প্রকৃত ত্রিদণ্ডী যতির ধর্ম। কিন্তু মূঢ় অহঙ্কারী জনগণ কৃষ্ণপ্রেমবশে নৃত্যগীতাদিকে ভোগপর বৈষয়িক নৃত্যগীতাদির সমপর্যায়ে জ্ঞান করেন। উহাই চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর মূর্খতা-মাত্র।।১৩৫।।

বৈষ্ণব-তুলসী-গঙ্গা-প্রসাদের ভক্তি শিক্ষাদান—

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি।।১৪৯।।

বৈষ্ণবে ভক্তিপ্রদর্শন-লীলা দ্বারা লোকশিক্ষা—

বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত।।১৫০।।

সন্ন্যাসীর সম্মান—পিতারও সন্ন্যাসাশ্রমী পুত্রকে নমস্কার—

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম তাঁ'র।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার।।১৫১।।

সন্ন্যাসী সকলেরই পূজিত, বন্দিত ও নমস্কৃত—

অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত।।১৫২।।

সর্ব নমস্কৃত সন্ন্যাস-আশ্রমের ব্যবহার উল্লঙ্ঘন করিয়াও
শিক্ষাগুরু ভগবানের বৈষ্ণবের প্রতি প্রণতি-লীলা—

তথাপি আশ্রমধর্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে।।১৫৩।।

শ্রীগৌরসুন্দরের অকৃত্রিম তুলসী-সেবন-লীলা—

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া।।১৫৪।।
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া।।১৫৫।।
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে।।"১৫৬।।

পথে চলিতে চলিতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণ-কালে
তুলসী-দর্শন ও তুলসীর অনুগমন—

যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন।।১৫৭।।
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া।।১৫৮।।

সংখ্যা-নাম-কালে তুলসীর পার্শ্বে বসিয়া নাম-গ্রহণ—

সংখ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে।।১৫৯।।

যতিধর্মে বিলাস-সহচর স্রগ্‌গন্ধাদির ধারণ-বিধি নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।" এই বিচার জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথের মালিকা পরম সম্ভ্রম ও সেবা-বুদ্ধি-প্রদর্শনকল্পে গ্রহণ করিলেন।।১৪৮।।

শ্রীমহাপ্রভুই স্বীয় ভক্তবৈষ্ণবস্বরূপ তুলসী, গঙ্গা ও ভগবৎপ্রসাদের কিরূপ সম্মান করিতে হয়, তাহা জানেন। মহাপ্রভু ব্যতীত অপরে ঐ সকল বস্তুকে সাধারণ অপর বস্তুর সহিত সমজ্ঞান করে।।১৪৯।।

আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব; শ্রীগৌরসুন্দর যতিধর্মে অবস্থিত হইয়া অপর প্রকার আশ্রমস্থিত বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎলীলা প্রদর্শন করিতেন। যতিধর্মে অবস্থিত বালকও স্বীয় পিতামাতার নিকট হইতে নমস্কার পাইয়া থাকেন। পিতা পুত্রের নিত্যনমস্য হইলেও পুত্রের সন্ন্যাসের পর যতিপুত্রের সম্মান করিবেন।।১৫০।।

যিনি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করেন না, স্মৃতিশাস্ত্র তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, "দেবতাং প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্যাচ্চেদুপবাসেন শুধ্যতি।।"১৫২।।

তথ্য। সন্ন্যাসস্তু তুরীয়ো যো নিষ্ক্রয়াখ্যঃ সধর্মকঃ। ন তস্মাদুত্তমো ধর্মো লোকে কশ্চন বিদ্যতে। নারদীয়ে মধ্বগীতা ৫।২।।১৫২।।

শ্রেষ্ঠ আশ্রমে অবস্থিত জনগণ নিম্নাশ্রমস্থিত ব্যক্তিকে আদর করিয়া থাকেন, নমস্কার করেন না। কিন্তু বৈষ্ণবকে শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নমস্কার করিয়া থাকেন।।১৫৩।।

সংখ্যা-নাম—-নির্দিষ্ট সংখ্যক নামগ্রহণ তুলসী-মালিকা অবলম্বনপূর্বক বিধেয়। এস্থলে তুলসীবৃক্ষের নিকট বসিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম-গ্রহণ বুঝাইতেছে। যাহারা বৃক্ষমাত্র-জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে ভক্তির অনুকূল সঙ্গ জ্ঞান করে না, তাহাদের শিক্ষার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কেশবপ্রিয়া তুলসীর সঙ্গ করিবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তুলসী—-তদীয় বস্তু; কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে

তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন।।১৬০।।
পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া।।১৬১।।

শিক্ষাগুরুর শিক্ষা অকৃত্রিমভাবে অনুসরণকারী ব্যক্তিরই মঙ্গল—

শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা।।১৬২।।

জগন্নাথ-দর্শনপূর্বক নিজ বাসস্থানে গমন—

জগন্নাথ দেখি' জগন্নাথ নমস্করি'।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী-সঙ্গে গৌরহরি।।১৬৩।।

ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরহরি—

যে ভক্তের যেন-রূপ-চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা।।১৬৪।।

ভক্তবৎসল ও ভক্তসঙ্গী মহাপ্রভু—

পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে।।১৬৫।।
যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে।।১৬৬।।
শ্বেতদ্বীপবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক সব।।১৬৭।।

অদ্বৈতাচার্যের উক্তি—মহাপ্রভুর কৃপায় এরূপ গোলোকাবতীর্ণ অকৃত্রিম কৃষ্ণপার্ষদ বৈষ্ণব-দর্শন—

শ্রীমুখে অদ্বৈত-চন্দ্র বার বার কহে।
"এ সব বৈষ্ণব—দেবতারো দৃশ্য নহে।।"১৬৮।।
রোদন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু,—তোমার কারণে।।"১৬৯।।
এ সব বৈষ্ণব-অবতারে অবতারী।
প্রভু অবতারে ইহা-সবে অগ্রে করি'।।১৭০।।

কৃষ্ণের আজ্ঞায় পার্ষদভক্তগণের অবতার—

যেরূপে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ।
সেইরূপ লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘন।।১৭১।।
তাঁহারা যেরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে।।১৭২।।

বৈষ্ণবের কর্মবন্ধন-জনিত জন্ম-মৃত্যু নাই, বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁহাদের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা—

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই।।১৭৩।।
ধর্ম-কর্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে।।১৭৪।।

প্রমাণ—

তথাহি (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭।৫৭; ৫৮)—

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া।।১৭৫।।
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্‌।
ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।।১৭৬।।
হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্বক্ষণ।।১৭৭।।

লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৃষ্ণসেবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। "অভ্যর্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।।"——শ্লোকটি বিচার্য।।১৫৯।।

গৌরসুন্দর ভক্তগণকে পুত্রবাৎসল্যে নিকটে রাখিয়া সঙ্গসুখ প্রদান করেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌—শ্লোকের তাৎপর্যানুসারে সকল শ্রেণীর ভক্তগণই প্রভুকে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির দ্বারা সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।।১৬৫।।

তথ্য। তত্র যে পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়বিবর্জিতাঃ। প্রতিবুদ্ধাশ্চ তে সর্বে ভক্তাশ্চ পুরুষোত্তমে।। (মহাভারত ৩৪৪।৫৩) অনিন্দ্রিয়াঃ নিরাহারাঃ অনিষ্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ। একান্তিন স্তেপুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ।। (মহাভারত শান্তিঃ ৩৩৬।৩০)।।১৬৭।।

পুণ্যপ্রভাবে জীবগণ দেবত্ব লাভ করে এবং পাপফলে অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হয়। পুণ্যপ্রভাবে যাঁহারা দেবতা হইয়াছেন, ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদেরও বরণীয় দর্শনের পাত্র——শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বারংবার এই কথা বলিতেছেন।।১৬৮।।

ফলশ্রুতি—

ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্ত-সঙ্গে তা'রে মিলে গৌর-ভগবান্।।১৭৮।।

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৭৯।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলক্রীড়াদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ (ভরত-লক্ষ্মণৌ), যথা চ সঙ্কর্ষণাদয়ঃ (মহাসঙ্কর্ষণস্য অংশকলাদ্যবতারা ইত্যর্থঃ) যদৃচ্ছয়া (স্বাতন্ত্র্যেণ) মর্ত্যলোকং জায়ন্তে (লীলাবিশেষসম্পাদনার্থং আবির্ভবন্তি----তেষাং শৌক্রজন্মনোঽভাবাৎ আবির্ভাব এব জন্ম ইত্যর্থঃ), তথা বৈষ্ণবাঃ (নিত্যমুক্তা ভগবৎপার্ষদাঃ), তেনৈব (ভগবতা সহৈব) আবির্ভবন্তি। পুনশ্চ তেনৈব (ভগবতা সহৈব) বিষ্ণোঃ তদ্ শাশ্বতং (নিত্যং) পদং (ধাম, স্বধাম ইত্যর্থঃ) যাস্যন্তি (তিরোভবিষ্যন্তি তেষাং প্রাকৃতবৎ দেহত্যাগাভাবাৎ) বৈষ্ণবানাঞ্চ (বিষ্ণুভক্তানামপি) কর্মবন্ধনং (কর্মফলহেতুকং) জন্ম (প্রাকৃতশরীর-গ্রহণং) ন বিদ্যতে। যদ্বা বৈষ্ণবানাং কর্মবন্ধনং (কর্মফলেন সংসারবন্ধনং) জন্ম চ ন বিদ্যতে।।১৭৫-১৭৬।।

অনুবাদ। যেরূপ সুমিত্রা-নন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ, আর যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্‌বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, তদ্রূপ ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই সহিত আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই।।১৭৫-১৭৬।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায়।